প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ

মোশতাক আহমেদ ●

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সুপারিশে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর পরীক্ষা (ক্লাস ডেমোনস্ট্রেশন) নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইউজিসির সর্বশেষ (৩৮তম) বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও পুল গঠন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, প্রতিবেদনটি রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়ার পর প্রকাশ করা হবে।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে দেশের বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান ও মাস্টার্স এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দলীয়করণের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিরাও নিয়োগ পান বলে অভিযোগ আছে।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* জানান, বর্তমান পদ্ধতিতে একজন প্রার্থীর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের মতো যোগ্যতা বা অবস্থা আছে কি না, সেটা দেখা সম্ভব হয় না। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকজন প্রার্থীর তালিকা করে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে তাঁদের শ্রেণীকক্ষে পড়াতে বলা হবে। এভাবে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে বাছাই করে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজরুল ইসলাম প্রস্তাবিত পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, আমি এ সুপারিশের সঙ্গে একমত। এটা হলে খুবই ভালো হবে। কারণ, এখন ভোটার (শিক্ষকরাজনীতির জন্য) বানানোর জন্যও অনেক অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা ইংরেজি তো দূরের কথা, ভালো করে বাংলাও জানেন না। হয়তো পরীক্ষার ফল কোনোভাবে ভালো করে ফেলেছেন, কিন্তু শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর মতো তাঁদের কোনো যোগ্যতা নেই। সুপারিশ করা পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী পাঠদানের যোগ্য কি না, সেটা যাচাই করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতি চালু আছে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নের জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি' গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে আকর্ষণীয় বেতনকাঠামো প্রবর্তনসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরামর্শ দেওয়া হয়।

দেশে বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩৪টি। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান। তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। কিছুসংখ্যক শিক্ষক নোটিশ না দিয়ে শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিলম্ব করার অভিযোগও রয়েছে; এতে ফল প্রকাশেও দেরি হয়। অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং সেখানেই বেশি সময় দেন।

এ জন্য প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব ও সার্বিক আচরণের ওপর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-বেতন ও হলের আসনভাড়া বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রবর্তন, ভর্তি-প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কার, পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করা এবং ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ অন্যান্য অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে বলেছে ইউজিসি। এতে বলা হয়, সেখানে কোর্সের শিক্ষকই একমাত্র প্রশ্নপত্র-প্রণেতা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী। এ জন্য একজন বাইরের বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রশ্নপত্রের মান ও মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করা উচিত।

ইউজিসির প্রতিবেদন

শিক্ষক নিয়োগে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও পুল গঠন করার পরামর্শ